খবরের ঘন্টা
নববর্ষ
নববর্ষের শুভ বিনিময়
নববর্ষের শ পথ
ঋতুরাজের নবীন বরণ উৎসব
স্বাগত ১৪২৯ বাংলা নববর্ষ

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

DEE ESS ENTERPRISE

TATA TISCON

JOY OF BUILDING

Platinum Dealer

Since 1760

Lewis Berger

Paint your imagination

Sika®

Auth. Dealer Auth. Distributor

deeessrana2013@rediffmail.com

RETAIL OUTLET

46, SATYEN BOSE ROAD
DESHBANDHU PARA
SILIGURI-734004

PHONE : 0353-3591128

RETAIL OUTLET

2ND FLOOR MANOSHI APPARTMENT
BABUPARA, SATYEN BOSE ROAD
SILIGURI-734004
WEST BENGAL

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

ADVANCED NEUROLOGY
CARE CENTRE

Anandaloke
MULTISPECIALTY HOSPITAL

OUR EXPERT NEUROLOGIST

Dr. Anup Chakraborty
MS, Mch (Sr. Consultant Neurosurgeon)

Dr. Vishal Abhijit,
MS, Mch
(Consultant Neurosurgeon)

Dr. M. Prasad
MD, DM
(Consultant Neurologist)

Diagnostic Facilities :

- NCCT HEAD & SPINE
- MRI BRAIN WITH CONTRAST
- MR SPECTROSCOPY
- MR TRACTOGRAPHY
- MR CISTERNOGRAPHY
- IMMUNO HISTOCHEMISTRY
- EEG
- NCV

ANANDALOKE
MULTISPECIALITY HOSPITAL

2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI-734001
8116603550 / 8116610846 / 9800600400, 0353-2540980 / 2544352

ISO 9001:2015

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. V Issue-9

1st April-30th April 2022 **1st Boisakh**

পঞ্চম বর্ষ-সংখ্যা-৯ নববর্ষ

১লা বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৫ই এপ্রিল, নববর্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
দুর্বা ব্রহ্ম (শিক্ষিকা)
সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া)
নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Asstt. : Shilpi Palit
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা....মুসাফীর....................০৩
পর্যটকে ভরে গিয়েছে পাহাড়..........বাপন মণ্ডল......................০৭
নববর্ষ ভালো হোক...............সুমন সরকার............................০৯
নববর্ষের শুভ বিনিময়..............................কবি চন্দ্রচূড়.............১২
নববর্ষের শুভেচ্ছা..............................মুকুল দাস.....................১৬
নতুন বাংলা বছর কেমন যাবে, জ্যোতিষ-এর দরবারে ....অদিতি চক্রবর্তী......................১৭
স্বাগত ১৪২৯ বাংলা নববর্ষ...............আশীষ ঘোষ..................১৮
নতুন বছর ভালো হোক...............মনা পাল.............................১৮
নববর্ষের শপথ...............................সজল কুমার গুহ...............১৯
বাঙালি ও নববর্ষ......................অর্পিতা দে সরকার..................২১
সবাই ভালো থাকুন......................বাপি ঘোষ..........................২৩
নববর্ষ......................বিপ্লব সরকার..২৪
পয়লা বৈশাখ ভুলতে বসেছি..............নির্মল কুমার পাল..........২৫
ঋতুরাজের নবীন বরণ উৎসব......................সুশ্বেতা বোস.......২৬
নতুন বছর......................শিবেশ ভৌমিক...............................২৮
নববর্ষ ও হালখাতা......................বিপ্লব রায়মুহুরি.....................২৮

ঃ কবিতা ঃ

রবির জয়গান...............অদিতি পি চক্রবর্তী...........................০৫
শুভ নববর্ষ...............................রিয়া মুখার্জী...........................০৫
শোকের ডায়রি থেকে...............অর্পিতা রায় চৌধুরী................০৬
অবসাদ..............................রিয়া মুখার্জী...............................০৮
বন্মা হলো চিতপটাং...............নির্মলেন্দু দাস............................০৮
এমন বউ কে নেবে রে...........নির্মলেন্দু দাস............................০৯
হারানো সুর..............................অর্পিতা রায়চৌধুরী.................১০
বৈশাখ বরন...............কবিতা বণিক..১০
নবরুপে নববর্ষ..............................অনিল সাহা......................১৭

ঃ প্রতিবেদন ঃ

অসমের বিহুর সঙ্গে রবীন্দ্র নজরুল সংস্কৃতির শক্ত মেলবন্ধন চান কবিতাপ্রেমিক কাব্যমনি..১৬
শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজে শান্তিনিকেতনের ধাঁচে উৎসব..২৭

ঃ গল্প ঃ

ভালোবাসার প্রতীক.............................গোপা দাস...................১৪

ঃ অণু গল্প ঃ

সুখের জল ....সৌভিক দাস............................১১

সম্পাদকীয়

নববর্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি

সকলকে শুভ নববর্ষ। নববর্ষ মানে নতুন বস্ত্র,একটু ভালো খাওয়াদাওয়া। কিন্তু করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাজারের যা পরিস্থিতি তাতে বাঙালির মনে সেই আনন্দ আরও উবে গিয়েছে। করোনাতে ব্যবসাবাণিজ্যর যা অবস্থা হয়েছে তা আর বলার নয়। তার সঙ্গে এখন বাড়তি সংযোজন যুদ্ধের উন্মাদনা। শ্রীলঙ্কা সহ বেশ কিছু গরিব দেশ খাদ্য সঙ্কটে পড়েছে। এক ভয়াবহ অবস্থা চলছে। আমাদের দেশও তার বাইরে নয়। এরমধ্যে বাংলা নববর্ষ এসেছে বটে। কিন্তু সেই বাঙালিয়ানা আর কতটা বজায় থাকবে সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তবে চিন্তা প্রেমিক বাঙালি এই সময় প্রশ্ন তুলতেই পারে, কেন বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরি করা হচ্ছে? কেন এত হানাহানি? শান্তির পরিবেশ তৈরির জন্য কেন তথাকথিত দেশগুলোর ব্যস্ততা নেই? যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরি করা তথাকথিত দেশগুলোর বিরুদ্ধে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের তাই আজ ধিক্কার জানানোর সময় এসেছে।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--১৬

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্বে আমায় তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরেই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাদের কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।---মুসাফীর)

বিশেষ দ্রষ্টব্য -- যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গত দোলযাত্রা সংখ্যায় মার্চ মাসে কাঁচা হাতের লেখা জীবনের পাকা কথা, ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

(গত একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার পর)

ওইপদটি কিছুদিন হল খালি হয়েছে। ওই পদে সবসময় বাইরে থেকে হাইলি প্রফেসনাল লোককে নেওয়া হয়। তুমি দায়িত্ব নিলে সবাই খুব নিঃশ্চিন্ত হবে। দেখ আমি অনেক কিছু পারি আবার অনেক কিছু পারি না-- তারমধ্যে একটি হলো নিজের স্ত্রীর অধীনে কাজ করা। তোমায় তা করতে হবে না কারণ তুমি জয়েন করলে অ্যাজ পার দ্য রুলস আমাকে ট্রাস্ট থেকে রিজাইন করতে হবে। ও সব পরে ভাবা যাবে চলো খেতে যাই। খেতে খেতে অনন্যা বললো, মাতাজী বলেছেন যদি তোমার মার অনুমতি থাকে তাহলে আগামীকাল সকালে একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের এনগেজমেন্ট পর্বটি সারা যেতে পারে। ঋষি মাকে ফোন করে মার অনুমতিটি তখনই নিয়ে নেয়, মা খুব খুশি । ফোনে অনন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন।কথা বলার পর অনন্যার চোখে জল দেখে ঋষি অবাক হয়ে কারনটি জানতে চায়। মনে হলো আমি যেন আমার গর্ভধারিনী মায়ের

জয় মা তাঁরা

গোপাল শাস্ত্রী

Mob. : 98323-25692 ( )

কুষ্ঠিবিচার, শত্রুদমন, বিবাহে বাধা, শিক্ষা, চাকুরি
বাস্তুদোষ, মামলা, মোকদ্দমা ও বিভিন্ন
সমস্যা ২২ দিনে সমাধানে বিশেষ পারদর্শী।
১০০% গ্যারান্টি

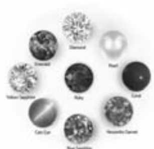

গ্রহরত্ন, তাবিজ, কবজ, টোটকা-এর
দ্বারা সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনা হয়।

চেম্বার ঃ "অঞ্জলী অ্যাপার্টমেন্ট" দক্ষিণ ভারত নগর, কল্পনা দত্ত সরণী, ওয়ার্ড নং-২৪, শিলিগুড়ি

সাথে কথা বলছি। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। আগামীকাল ভোর পাঁচটা বেজে ছয় মিনিটে সূর্যোদয় হবে , তুমি মিনিট দশেক আগে পৌঁছে যেও। তোমার প্রস্তুতি ও অনুষ্ঠানে সাহায্য করার দায়িত্ব রেবতী নিজে চেয়ে নিয়েছে , যা প্রয়োজন ওসব নিয়ে যাবে। ওকে এখন কেমন লাগছে. ওকে বলেছিলাম আমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে সাহায্য করতে। এরকম ফ্রী ও ফ্রাঙ্ক মেয়ে খুব কম দেখা যায় আবার খুব দায়িত্ব সচেতন। যখন কাউকে ভালোবাসে তখন সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসে। যেমন সবকিছু জানার পরেও রেবতী তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। জেনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, বললো আমিতো কিছু পাওয়ার জন্য ভালোবাসিনি--- ভালো না বেসে থাকতে পারিনি, তাই ভালোবেসেছি। তুমি ভুল বুঝবে না সে আমি জানি--আমি ওর সখী বন্ধু হয়ে থাকবো এটুকু জায়গা আমাকে ছেড়ে দিও। আরেকটা কথা ঋষি যদি তোমাকে না পায় তাহলে ও কিন্তু হারিয়ে যাবে। তুমি ঋষভের আত্মা। আমি অনেকক্ষন কথা বলতে পারিনি, এরকম ভালোবাসাকে তার প্রকৃত সন্মান দেওয়া উচিত। বললাম, আমার ও ঋষির ঘরটা এতই বড় যে রেবতী তার মনের আনন্দে ইচ্ছেমতো দৌড়তে পারবে। ঋষি বলে, ও যে আমাকে ভালোবেসেছে সেটা বুঝেছি তবে জান দুদিন রেবতী আমার খুবই কাছে ছিল। তবুও তোমাকে খুব মিস করেছি মাঝে মাঝে এতটাই যে খুব আনমনা হয়ে গেছি। মনে হয় রেবতী এটা বুঝতে পেরেছে। তুমি আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে রয়েছো কিন্তু তুমি আমার কি বা কে সেটাকে বোঝার মতো ভাষাটি পাচ্ছিলাম না-- রেবতী একেবারে ঠিক বলেছে, তুমি আমার আত্মা। যদিও আত্মা কি আমি এখনো তা বুঝিনি। কটা নাগাদ অনুষ্ঠান শেষ হবে। সকাল সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ঋষি বলে, আমরা চলো তারপর কোথাও একটু দূরে ঘুরে আসি যেখানে নেচার একেবারে হাতের মধ্যে। তুমি বাইক চালাতে পারো? পারি, সমস্ত কলকাতা শহর বুলেট চেপে ঘুরে বেড়াই। বেশ ব্রেকফার্স্ট সেরে বেরিয়ে পড়বো--ডে আউট। আজ বিকেল তিনটের সময় দাদাজী তোমাকে পার্কের রেঁস্তোরাতে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

(ক্রমশ)

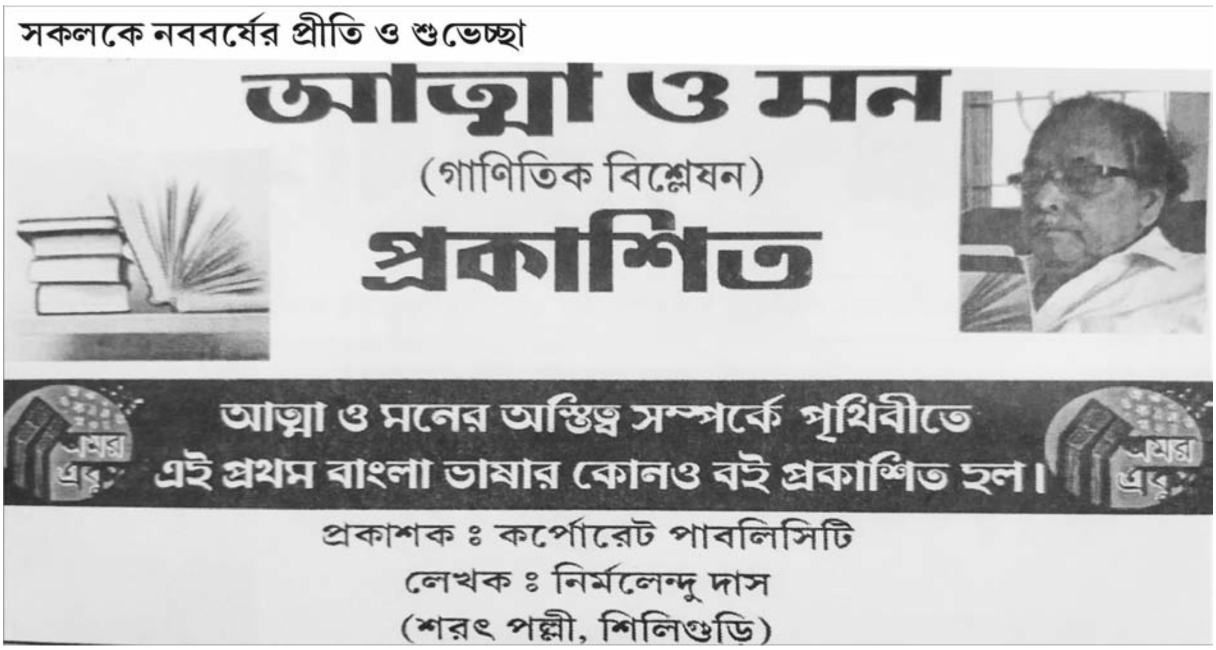

রবির জয়গান

অদিতি পি চক্রবর্তী
(সর্বপল্লী, চেক পোস্ট, সেভক রোড, শিলিগুড়ি)

বিশ্ব কবি মোদের রবি
জানাই তোমায় প্রণাম,
এ শুভ বৈশাখে।
আম্র মুকুল সুবাস ছড়ায়
এই ধরারই বুকে,
গুন গুন গুন গুঞ্জন তুলে
যায়রে অলি ভেসে।
সকাল সাঁঝে তোমার গানে
ভরাই মোদের প্রাণ,
দিকে দিকে সবে করে
রবির জয়গান।
শ্রদ্ধা ভক্তি নাওগো মোদের
বাজাও শুভ শাঁখ,
কবি রবির জন্মদিন
পঁচিশে বৈশাখ।
সকাল সাঁঝে তোমার গানে
ভরাই মোদের প্রাণ,
দিকে দিকে সবে করে
রবির জয়গান।

শুভ নববর্ষ

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

বাঙ্গালীদের ভুরিভোজ ,
ষোলআনা খাটি,
চিরকালই খাওয়ার মাঝে,
চাই যে পরিপাটি,
প্রতিটি উৎসবে থাকে,
হরেকরকম খাবার,
কি ছেড়ে কিবা খাবো,
বুঝতে পারি না যে আর,
সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ
সাথে চিংড়ি ভাপা,
পোলাও ভাত, ডাল, বেগুনি,
মিষ্টি দই আর রসগোল্লা,
নববর্ষের ভুরিভোজের নানান রকম বাহার,
বাঙ্গালীদের উৎসব মানেই হরেক রকম আহার।

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার
জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
শিলিগুড়ি

শোকের ডায়েরি থেকে

কলমে ঃ অর্পিতা রায়চৌধুরী
(নবীন সেন রোড.মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

আমি বড্ড ক্ষনস্থায়ী !
সপ্তাহ যেতে না যেতেই ফেসবুকের দেয়াল জুড়ে
লাগানো পোস্টার বদলে যায়---
বদলে যায় যেমন পাড়ার রাস্তাটার দুধারের
দেয়ালের বিজ্ঞাপন।
সাঁওতাল মেয়েটির ধর্ষণ এর পোস্টার সাড়ে পাঁচ
দিনের মাথায় নামিয়ে এনে লাগানো হয় নারী
দিবসের উৎসবের পোস্টার. হ্যাশট্যাগ হ্যাপি
উইমেনস ডে!
যুদ্ধে প্রাণ হারানো মানুষগুলোর রক্তে ভেজা
মর্মান্তিক ছবিওয়ালা পোস্টারগুলো হারিয়ে যায়
সেল্ফির আড়ালে,
উঠে আসে কবিতা দিবসের দিন যুদ্ধ নয় শান্তি
চাই পোস্টার!
স্বাধীনতা দিবসের সেই বিখ্যাত ছবি?
রাস্তায় রাস্তায় ভারতের পতাকা বিক্রি করছে
কোনো শিশু?
পোস্টার লাগিয়ে কর্তব্য শেষ!
লাঞ্চে মটন বিরিয়ানি!
আমি বিশ্রী রকম খামখেয়ালী!
কোন এক গ্রামে পুড়েছে নাকি কিছু নির্দোষ
শরীর---
অথবা রাতের আড়ালে হচ্ছে গণধর্ষণ--
হচ্ছে খুন হচ্ছে লুট হচ্ছে অনাচার--
ন্যায়বিচার চেয়ে কবিতা মিছিল স্লোগানে
পোস্টার সেঁটে দেয়াল জুড়ে চেঁচামেচি শুরু।
কোথথকে যেন ভেসে আসে কিছু শূন্য বুকের হাড়
হিম কান্না--
সেইদিনগুলোয় হয়তো বিশেষ কোনো পাতার
সহযোগে ঘুমিয়ে ছিলাম খেয়াল নেই।
টের পাইনি!
আমার আবার বেজায় নাক উঁচু!
রয়েছে বিশাল একখানা হাস্যকর টার্মস অ্যান্ড
কন্ডিশনস এর বাহার।
এই রঙ সেই রঙ জাত ধর্ম ইত্যাদি করতে করতে
চোখের জলের প্রায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।
অবশেষে যখন রঙ ছুড়াছুড়ি মেটে,
দেখা যায় চোখের জল চোখেই গিয়েছে শুকিয়ে!
কিন্তু গোটা আমি টা মন্দ নই বিশ্বাস করুন?
কোথাও গিয়ে আমিও অসহায়---
মোমবাতি জ্বেলে মিছিল করে বক্তৃতা দিয়ে,
মানুষগুলো যখন বাড়ি ফিরে এসি চালিয়ে
সোফাতে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে--
হাতে ঠান্ডা জলের গ্লাস---
টেবিলে গরম খাবার---
অপেক্ষা করছে নরম বিছানা নরম বালিশ---
তখন আমি বাথরুমের নালি দিয়ে ধুয়ে চলে
যাই---
আমি তখন খানিকক্ষণের জন্যে মুক্ত!
আমি তখন বুকের পাঁজর ভাঙা চিৎকার!
সেই কোথথেকে ভেসে আসা হাড় হিম করা কান্না!

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
কার্যকরী কমিটির সদস্য
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

পর্যটকে ভরে গিয়েছে পাহাড়

বাপন মন্ডল
(জয়ন্তী ট্রাভেলস, শিলিগুড়ি)

সকলকে পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এইসময় গরম একটু পড়েছে। হোলির আগে থেকেই পড়েছে গরমটা। আর একদিকে গরম, হোলির ছুটি সবমিলিয়ে পর্যটকের ঢল শুরু হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। এখন এমনিতেই পর্যটন মরশুম। মে জুন মাস পর্যন্ত চলবে পর্যটন মরশুম। বিগত দুবছর ধরে অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছিল পর্যটনের। করোনার জেরে কোনও পর্যটক আসছিলেন না। এখন করোনার সংক্রমন কমেছে। আর সংক্রমন কমতেই বহু মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। একে একে পর্যটকরা বেছে নিচ্ছেন দার্জিলিং পাহাড়কে। দার্জিলিং পাহাড়, সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকার নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রামকে বেছে নিচ্ছেন বহু মানুষ । ফলে হোম স্টে থেকে শুরু করে দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন হোটেলে এখন ঠাঁই নেই অবস্থা। বিগত দুবছরে বিরাট ক্ষতি হয়েছে ভ্রমন ব্যবসার। ট্যুর অপারেটর থেকে শুরু করে গাড়ি ব্যবসায়ী, গাড়ি চালক, রাস্তার ধারের ছোট ছোট রেস্তরাঁ সকলেই বসে পড়েছেন। অনেক হোটেল, রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গাড়ির ঋন পরিশোধ করতে না পেরে অনেকেই গাড়ি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর আবার লড়াই শুরু হয়েছে পর্যটন শিল্পে। এবারের এই মরশুমে যে পরিমান পর্যটক আসবেন বলে আমরা আশা করেছিলাম, তার থেকেও বেশি এসেছেন পর্যটক। বেশিরভাগ পর্যটক এসেছেন কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা থেকে। বাংলার বাইরের পর্যটক যেমন কেরালা, রাজস্থান ,গুজরাট থেকে পর্যটক আসার সংখ্যা একটু কমই। ভিন রাজ্যের পর্যটক, বিদেশী পর্যটক যখন আবার আগের মতো আসতে শুরু করবেন তখন আমরা পুরোদমে খুশি হবো। সেই সঙ্গে বলবো, ভরা এই পর্যটন মরশুমে বাগডোগরা বিমান বন্দরে কিছু মেরামতের কাজ হচ্ছে। আর তার জেরে প্রায়ই বিমান কম উড়ছে বা কিছু বিমান বাতিল হচ্ছে। রানওয়ের কাজের জন্য কিছুদিন বিমান বন্ধ থাকবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আমরা চিন্তিত। আমাদের কথা হলো, রানওয়ের কাজ হোক। কিন্তু বিকল্প একটি বন্দোবস্তও হোক। তা না করলে, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া পর্যটন শিল্পের মানুষজন যখন ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছেন তাতে বালি পড়বে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা করার আবেদন রাখছি।

বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইলো সকলের প্রতি। পয়লা বৈশাখের সময় আমরা গতবছরের মতোই পর্যটকদের মাস্ক বিলি করবো। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সকলকে মাস্ক পড়ার জন্য বলবো। এর পাশাপাশি আমাদের গাড়ি সবসময় স্যানিটাইজেশন হচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

অবসাদ

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

সবার মাঝে লাগছে আমার বড্ড একা,
আপনজনের বড় অভাব নেইতো কারো দেখা,
দেখি সবাই সফলতার চরমে আমি যে বড্ড নিচে,
দেখাচ্ছে সবাই আঙ্গুল বলছে পারছি না আমি
অলস বলে,
দিন দিন হচ্ছি বড় বাড়ছে পারিবারিক চাপ,
ভাবছে সবাই ভালই আছি ভেতরটা জ্বলে পুড়ে
হচ্ছে খাক,
কেউ দিচ্ছে সান্তনা কেউ দিচ্ছে গালি,
অবসাদের চরম সীমায় পকেট পুরো খালি,
বন্ধুর অভিযোগ সময় দিই না কিন্তু দেখা করতে
লাগে লজ্জা,
সামর্থ ছাড়া করবো কেমনে খরচা,
কাকে বলবো মনের কথা বলতে লাগে ভয়,
ইতিহাস সাক্ষী আছে দুর্বলতার সবাই সুযোগ
নেয়,
ছেলে হোক বা মেয়ে সবার একই অবস্থা,
ডিপ্রেশনে ভুগেই চলেছে নেই মন খুলে কথা বলার
রাস্তা।

সিকি পয়সার কবিতা

(গত ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শরৎ পল্লীর বাসিন্দা তথা কবি ও বিজ্ঞানী নির্মলেন্দু দাসের নাতনি সানভির দুধ মুখে অন্ন গ্রহনের অনুষ্ঠান ছিলো। সেই অনুষ্ঠানের সময় সানভি অন্নগ্রহন করেছে সিকি পয়সার কবিতা বইয়ের মাধ্যমে। সানভির বাবার নাম পৃথ্বীজিৎ দাস এবং মায়ের নাম আহেলি দাস। সেই কবিতার বইতে ৩২টি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। সবই নির্মলেন্দুবাবুর লেখা। সঙ্গীত শিল্পী গোপা দাস সেই বইয়ের শুরুতে তাঁর স্বামী নির্মলেন্দু দাস সম্পর্কে লিখেছেন, আমি কবির সহধর্মিনী হিসাবে পার করে দিয়েছি ৪০ বছর। ওর ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, চিন্তাশীলতার কিঞ্চিৎ পরিমাপ করতে পারিনি। ৭৩ বছর বয়সে ওর কর্মক্ষমতা হ্রাস পেলেও হৃদয় ও মন সৃষ্টিতত্ব নিয়ে সদা গবেষণারত। ওর দীর্ঘ জীবন কামনা করা ছাড়া আমি ঈশ্বরের কাছে আর কি প্রার্থনা করতে পারি। সেই বই থেকে মেলে ধরা হলো নির্মলেন্দুবাবুর লেখা দুটি কবিতা।)

বম্মা হলো চিত পটাং

নির্মলেন্দু দাস

দুধের বোতল মুখে দিয়ে দুধ চোষা অভ্যাস,
দুধ খাওয়া শেষ হলে ওরা বলে সাবাস সাবাস।
আমি বলি তোমরা খাও কতকিছু--
মাছ-মাংস মন্ডা মিঠাই,
আমি কি তোমাদের খাওয়া দেখতে যাই?
এই কারণে মাঝেমধ্যে দুখ খাওয়া বন্ধ করি,
ঠাম্মা দাদাই বম্মাকে রাগাই।
আদু আদু করে যখন সবাই,
আমি তখন একটু দুধ খাই।
দাদাই তো মাথায় হাত বুলায়
চোখ বুজে থাকি বড় লজ্জায়।
সেকি? এইটুকু না বয়স?
উল্টি খেতেও জানিস না।
মুখে নেই বোল, চাস শুধু কোল,
ভাবিস না এমনটি,
ঠাম্মা যাবে কোথায়?
বম্মাব শুনে হলো চিত পটাং।

নববর্ষ ভালো হোক

সুমন সরকার

সকলকে নমস্কার। সকলকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সামাজিক করতে আমি ভালোবাসি। করোনার পর্বে বহু অসহায় মানুষের পাশে ত্রাণ নিয়ে দাঁড়িয়েছি। আর এখনও তা চলছে ধারাবাহিকভাবে। আসলে সামাজিক কাজ করতে ভালোবাসি। রাজনীতি একটা করি। ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী। সেটা আমার অন্যক্ষেত্র। কিন্তু রাজনীতির জায়গা আলাদা আর সামাজিক কাজের ক্ষেত্র আলাদা। স্থির করেছি. নতুন বাংলা বছর থেকে আরও বেশি করে সামাজিক কাজে মন দেবো। নতুন বছরের ভাবনায় এটাই বলবো, বাংলার কৃষ্টিসংস্কৃতি বহু কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি যাতে আমরা হারিয়ে না ফেলি সেটাই আমাদের ভাবতে হবে। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। এই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগরে, তিনি একজন সমাজকর্মী)

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত

Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।

Donation is Exempted U/S 80G

Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010

approved from 07--12-2009

visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)

'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

এমন বউ কে নেবে রে!

নির্মলেন্দু দাস

নতুন বউ নতুন বউ সাজগোজ জানে না।
লাল শাড়ি পড়ে ওতো পাড়া ঘোরে না।
চাঁদ হলো তার মাথার টিকলি
দুলছে ওদিক ওদিক,
জানে না সে রঙের খেলা
এমনি হার্দিক।
মায়ের কোলে থাকে মেয়ে
অবুঝ খেলার পাখি,
নিত্য সে যে বউ সাজে না
ঘুমায় সরষে বালিশে মাথা রাখি।
দুধ খেলে আর মনে থাকে না. পালায় ঘুমের দেশে,
এখানে তো কেউ থাকে না,
থাকে-ও দেব-বেশে।
সোনা আমার এমনি খুশি কান্না কাটি নাই,
যে আসুক তার কাছে শুধু কোল চাই।
কাকে করি ভরসা বলো, চারিদিকে করোনার ছাইপাশ
আগলে রাখি ইরাকে আমার
দরকার নেই এখন ভালোবাসার।
ঘাড় ওর শক্ত নয় স্প্রিংয়ের মতো দোলে,
এমন বৌ কে নেবে রে, সবাই কোলে তোলে।

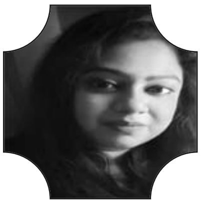

হারানো সুর

কলমে ঃ অর্পিতা রায়চৌধুরী
(নবীন সেন রোড, শিলিগুড়ি)

অফিস থেকে ফিরছি,
ভিড় ঠেলে চলছে গাড়ির অলস চাকা।
ক্লান্ত সিটে পড়ে থাকা আমার লাশ হতে.
কিছুটা নিশ্বাস গিয়ে আছড়ে পড়ছে জানালায়।
হঠাৎ ঘোর কাটে মোবাইল ফোনের যান্ত্রিক ডাকে.
মায়ের হোয়াটসঅ্যাপ, 'শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা--'
আজ ১-লা বৈশাখ!
কেউ তো পাঠালো না নববর্ষের কার্ড?
মাথা ঘুরিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতেই,
দোকানে দোকানে হাহাকার--
কই, মিলছে না তো স্মৃতির হিসেব!
কচিকাচার দল আসেনি নতুন জামা পরে?
সিঙ্গারা নিমকি মিষ্টি কোল্ড ড্রিঙ্ক।
আসেনি গৃহবধূরা সোনার দোকানে?
মিষ্টি ক্যালেন্ডার হাতে করছে না হালখাতা?
হচ্ছে না ধুমধাম করে গণেশ পুজো?
খিচুড়ি লাবড়া চাটনি পাপড়।
টেবিলে রাখা পরীক্ষার পড়া করতে করতে প্রায়ই
বলেছি,
-ঠাকুর করে বড়ো হয়ে উঠবো? চাকরি করব?
তখন বুঝতে পারিনি.
বড়ো হয়ে ওঠার সাথে সাথে বড়ো হয়ে উঠবে
ইচ্ছেগুলো!
জটিল হয়ে উঠবে বেঁচে থাকা!

বৈশাখ বরণ

কবিতা বণিক
(মহানন্দা পাড়া,শিলিগুড়ি)

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো
তাপিত প্রাণে শান্তি নিয়ে এসো।
উড়িয়ে দিয়ে দুঃখ গ্লানি নিয়ে এসো ভোর।
প্রথম আলোয় রুদ্রবীণা বাজাক মধুর সুর।
ক্লান্তি ভরা মনে প্রাণে আনো শান্তি আনন্দ।
বৈশাখী হাওয়ায় ভাসুক বকুল চাঁপার গন্ধ।
রোগে শোকে আঘাতে মানুষ মরেছে লক্ষ কত।
ভোরের হাওয়ায় স্নেহ সুধায় সারিয়ে তোলো ক্ষত।
এসো হে বৈশাখ নিয়ে এসো শান্তির জল।
তোমার মোহন রূপে সবুজ হোক ধরাতল।
বৈশাখ হে এসো এসো আনন্দেরই দূত হয়ে।
বেদনা যত সুদূরে মিলাক কোকিলের কুহুতানে।

CA. GHANASHYAM MISHRA
F.C.A. Grad C.W.A. DISA (ICAI)
Chartered Accountant

SAHA AND MAJUMDER
Chartered Accountants

Office :
SHELCON PLAZA
C-12,1ST FLOOR,
SEVOKE ROAD, SILIGURI-01
Phone : +91-0353-2432278

Residence :
Majumder Colony
Mahananda Para
Siliguri-734001
Darjeeling (W.B.)

Mobile : +91-94343-08147

e-mail : gmishra11@yahoo.com

সুখের জল

সৌভিক দাস (কলকাতা)

মন্দিরা যে ফ্ল্যাটে থাকে,তার একদম পাশেই পাড়ার ক্লাব। সকাল থেকে মাইকে ' এসো হে বৈশাখ' গানটি বাজছে। বিগত কয়েকদিন ধরে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আজকের অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রতিবছর এই দিনে ক্লাবে জমিয়ে অনুষ্ঠান হয়।

বারান্দায় বসে এক দৃষ্টে ক্লাবের দিকে তাকিয়ে আছে মন্দিরা। বছর কয়েক আগে অবধি আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পাড়ার কচিকাঁচাদের নাটক শেখাত সে। এখন শরীর খারাপের জন্য আর ওই দিকে মাথা গলায় না।

দুই বছর বয়সে মা মরা ছেলেটাকে নিজের সন্তান হিসেবে মানুষ করেছে মন্দিরা। দিদির সন্তানকে আগলে রাখার জন্য নিজে বিয়ে করেনি।

পলাশ অবশ্য তাঁর মাসিকে খুবই ভালোবাসে। চাকরি সূত্রে পলাশ অবশ্য দিল্লিতে থাকে। একটি বড় প্রাইভেট সংস্থার সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার। প্রায় চার বছর ধরে কাজের চাপের দরুন কলকাতায় আর আসতে পারছে না।

ছেলেটা দূরে থাকার জন্য বড্ড দুঃখ হয় মন্দিরার। পলাশ অবশ্য বলেছে, 'মাসি খুব শীঘ্রই আমি কলকাতা অফিসে বদলি হয়ে চলে আসব'।

ঘড়িতে সকাল সাড়ে নটা বাজে। প্রতিদিন সকাল নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে পলাশের ফোন আসে। ফোন আসতে দেরি হলেই, মন্দিরা নিজেই ফোন করে ধমক দেয়।

মন্দিরা মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে যেই ফোন করতে যাবে, ঠিক সেই সময় দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠল। মন্দিরা ' কে--কে--' বলে দরজাটা খুলতে গেল।

গে দরজাটা খুলতেই 'শুভ নববর্ষ মাসি' বলেই প্রণাম করল পলাশ। 'কলকাতায় বদলি হয়ে চলে এসেছি। তোমাকে চমকে দেব বলেই, আগে থাকতে জানাইনি।'

মন্দিরার দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা সুখের জল ঝরে পড়ল।

(গল্পকার সৌভিকের বাড়ি কলকাতার ইটালগাছাতে, মানিকপুর, রামকৃষ্ণগড়)

With Best Compliments From :~
MEDI SOFT PHARMA
RELYING ON DOCTORS TO STAY HEALTHY IN LIFE , BEST QUALITY MEDICINE
MEDI SOFT PHARMA
STOCKIST : ANANTA MEDICAL, SUKANTANAGAR, SILIGURI, M. : 9832007648
Fibovil® PHARMACEUTICALS
STAY HEALTHY, STAY WELL, WITH GREETINGS
Fibovil® PHARMACEUTICALS
STOCKIST : ANANTA MEDICAL, SUKANTANAGAR, SILIGURI, M. : 9832007648

নববর্ষের শুভ বিনিময়

কবি চন্দ্রচূড়

নববর্ষ মানে এক রাজত্ব ছেড়ে আর এক রাজত্বে বাস করা। নতুন আর পুরাতনের মধ্যে কোন দেওয়াল দেওয়া নেই। এমনি এক ঐতিহ্যবাহী সময় যাত্রী দিন। ফেলে আসা পুরনো দিনে আর ফিরে তাকানো নয়। অনেক ভালো মন্দের ইতিহাস জড়িয়ে আছে ওখানে। জলঘোলা না করাই ভালো। ভালোর দিকগুলোকে ভালোভাবে মনে রেখে নতুন রাজত্বে এর ফল ফলানো অনেক বেশি কার্যকর। দিনের কোন হেরফের নেই। এসব জানা সত্বেও আমর নতুন দিনকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আজকালতো প্রতিটি দিনকে নানারকম রং দিয়ে সাজানো হয়। যেমন নারী দিবস, ভ্যালেনটাইনস ডে, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস আরও কত কি। এক একটা দিন মানে এক একটা বিষয়ের ওপর রাজত্ব। তেমনি নববর্ষও এমনি একটি দিন। দিনের শুভারম্ভে গনেশ পূজার আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটানো হয়। ছেলেমেয়েরা নতুন কাপড় পড়ে। সন্ধ্যায় দোকানে আগত অতিথিদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। এমনটি দেখে এসেছি ছোটবেলা থেকে। এখন এর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। প্যাকেট সিস্টেম হয়েছে। কোথাও ক্যালেন্ডার দিয়ে কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। সবাই কিছু বিনিময়ের পরিবর্তে নববর্ষ পালন করছেন। এরমধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়তো রয়েছে উপরি পাওনা। শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে স্নেহ মমতা ভালোবাসার সলতে জ্বলে ওঠে ওই ছোট্ট একটা প্রদীপের মধ্য দিয়ে। এসব বোঝা যায় না।কিন্তু মনের কোনে ক্ষনিকের জন্য জাগ্রত হয় শুভ সূচনার এক সুপরিচিত অধ্যায়। বিবাদ বিভেদ ভুলে পথ চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ এ নিজ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় থাকবে। তা না হলে ছোট থেকে বড় বিবাদ বাঁধতে বেশি সময় লাগবে না। এটা একটা সূত্র। যারা এই নিয়মের অবহেলা করে, সেখানে অক্রোশের জন্ম হয়। আর এখান থেকে শুরু হয় দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশের প্রতি আক্রোশ। শুরু হয় যুদ্ধ। তখন সব দিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কোনদিনকে শুভ বলা যায় না। এমন দিন যেন না আসুক যার ক্ষমতায় পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে সভ্যতা নিঃশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হবে। সুতরাং শুভ মত বিনিময়কে মূল্য দিয়ে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। সেজন্য আজকের দিনের কথা বিনিময় হোক ‘ আমরা সবাই তোমার জন্য, তোমরাও আমাদের জন্য।’

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার শরৎপল্লীতে, তিনি একজন কবি ও বিজ্ঞানী)

With Best Compliments From :~ Ph. : 94340-81542

Dr. Benu Gopal Das

M.S. (Ortho)

CONSULTANT ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST

SILIGURI SCAN CENTRE

3, RASHBEHARI SARANI

CHILDREN PARK, SILIGURI

(BEHIND DISTRICT HOSPITAL)

PH. : 0353-2430689

(M) : 80160-84209

NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

NAZRUL SARANI

PAKURTALA MORE

ASHRAMPARA, SILIGURI-734001

PH. : (0353) 2430622/8016084200

E-mail : ramkrishnanursinghome@yahoo.in

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

চারদিকে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি দূর হোক।
নববর্ষ নিয়ে আসুক আমাদের জীবনে সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্য।

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি

ভালোবাসার প্রতীক

গোপা দাস

সন্দীপের সদ্য বিয়ে হয়েছে। নিতাইবাবুর একমাত্র কন্যা কৃষ্ণার সঙ্গে। প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মালিক এই কন্যা। বিয়ের পর তারা ঘুরতে বেরিয়েছে কাছাকাছি কোথাও একটা ছোট্ট রিসর্টে। মনোরম ফুলের বাগান আছে পার্কে। এছাড়া আছে দোলনা, বাচ্চাদের কতরকম খেলার জিনিস। অল্পেতেই মন ভরে যায়। তারা ঘুরতে ঘুরতে ফুলের বাগান রেস্তরাঁ ছেড়ে কিছু দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। একটা সুন্দরী মেয়ে পুকুরের জলে ডুবে নিজের হাতের শাখা পলা পাথরে ঘা দিয়ে ভাঙ্গছে। সিঁথির সিঁদুর জল দিয়ে ধুয়ে মুছে দিচ্ছে। বার বার সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে দিচ্ছে বিয়ের চিহ্ন। স্নান করে সাদা থান পড়ে পুকুর থেকে উঠে এলো। এই অবস্থাতে একা কেন? স্বামী হারা স্ত্রীর পাশে কেউ নেই। সন্দীপের মনে হলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ তাদের ত্যাগ করেছে। জল থেকে উঠে এসে আমাদের কাছে যখন এলো-- সেকি! এতো সুদীপা। এমন অবস্থা হলো কি করে? দুজনে মুখোমুখি হয়ে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। পুরনো সম্পর্ক যেন নতুন করে দুজনকে কাছে পেতে চাইছে। সুদীপা বললো-- ওই যে নারিকেল গাছটা দেখছো, ওটা আমার বাড়ি। সময় পেলে একবার আমার বাড়ি এসো। আমি কৃষ্ণাকে নিয়ে হোটেলে চলে এলাম। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে কখন রাত দশটার কাঁটা পেরিয়ে গেলো আমি বুঝতেই পারলাম না। কৃষ্ণার সাথে তেমনভাবে কথাও বলছি না। ও নানা কথাই ভাবছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে বলে শুয়ে আছি। এমন সময় হোটেলে বেয়ারা রাতের খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। একটা ভাতের দানাও আমার গলা দিয়ে নামলো না। নিজে নিজে বলতে লাগলাম,সুন্দরী মেয়েদের পরিনতিবোধ হয় এরকমই হয়। আমাকে চিন্তিত দেখে কৃষ্ণা আমাকে জিজ্ঞেস করলো-- কিগো,তুমি মেয়েটাকে চেনো? হ্যাঁ---না। কিছুই বলতে পারলাম না। ক্রমশ রাত গড়িয়ে যেতে লাগলো, আমি দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না। পুরনো স্মৃতিগুলো নতুন করে চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

সুদীপা আমি ছোটবেলা থেকে একই স্কুলে পড়েছি। স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে যখন আমি আর সুদীপা কলেজে ভর্তি হলাম, তখন আমার বন্ধুরা সুদীপাকে কাছে পেতে চাইতো। একদিকে সুন্দরী, পড়াশোনায় ভালো এবং সুন্দর গান গাইত। কলেজের প্রথম দিনে সুন্দর গান করে ও সবার মন জয় করেছিল। ওর বাবা ব্যাঙ্কের বড় কর্মী ছিলেন। আমার আর সুদীপার সম্পর্কটাকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। সেজন্য সবসময় সুদীপার ওপর নজর রাখতেন। কলেজের পিকনিকে আমি আর সুদীপা ঘুরতে ঘুরতে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে উঠেছিলাম। বাইরে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ এর দাপটে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। যা ঘটনা ঘটে গেলো এর জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। সুদীপার বাবা বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলো। এদিকে আমি বিজ্ঞান নিয়ে দুই বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চলে গেলাম। হঠাৎ করে সুদীপার চিঠি পেলাম--সন্দীপ, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বাবা তোমার সাথে আমাকে বিয়ে দেবে না। বাবা অসুস্থ, ক্যান্সার ধরা পড়েছে। কতদিনই বা বাঁচবে। এমন কঠিন পরিস্থিতির জন্য আমি বিয়েতে সম্মতি দিয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি ভালো রেজাল্ট করে জীবনে দাঁড়াইও। আমার জীবনে আমি তোমাকে পেলাম না, তুমি তোমার স্ত্রীকে সুখী করো। তোমার দেওয়া উপহার আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

সন্দীপ চিঠি পড়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। যে করেই হোক আমাকে বড় হতে হবে। দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেলো। আমি কলেজে চাকরি পেলাম। বিয়ে করলাম। এখন আমার নতুন জীবন। স্ত্রীকে নিয়ে নতুন সংসার। পুরনো স্মৃতিগুলোকে মনে রেখে লাভ কি?কিন্তু ভালোবাসা জীবন থেকে কখনো মুছে যায় না। বারবার সুদীপার মুখটা ভেসে আসছে। একটা প্রশ্ন এই পরিনতি? যে কোরে হোক সুদীপার সাথে দেখা করতে হবে। প্রতিদিনের অভ্যেস, সকালবেলা প্রাতঃভ্রমনে যাওয়া। হাঁটতে হাঁটতে সুদীপার বাড়ি পৌঁছালাম। গিয়ে দেখি সুদীপা একটা স্টোভে ভাত আলু বসিয়েছে। ঘরের একটা কোণে ছোট্ট একটা খাট, তাতে এলোমেলো বিছনা। অল্প বাসনপত্র। সংসার দেখে মনে হয়, মা লক্ষী চিরতরে এই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে। আমাকে দেখে কান্নায়ভেঙে পড়লো সুদীপা। আমি প্রশ্ন করলাম, এমন অবস্থা হলো কি করে?

তুমি যখন পড়তে চলে গেলে, আমরা তখন কলকাতা চলে এলাম। বাবার ক্যান্সার ধরা পড়লো। মা সুগারের রুগী, চিন্তা করে করে সুগার বেড়েছে। বাবা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই আমাকে সরকারি অফিসারের সাথে বিয়ে দিলেন। কিন্তু লোভের মাত্রা এতটাই যে ঘুষের টাকা খেতে খেতে নিজের চাকরি হারালেন। অফিসের কোয়ার্টার ছেড়ে বাড়ি ভাড়া করে চলে এলাম। অভাবের তাড়নায় আস্তে আস্তে বাড়ির জিনিসগুলো বেঁচতে শুরু করলাম। ঘটিবাটি, বাবার খাট বাদ দিয়ে ফ্রিজ টিভি, আলমারি,

অন্যান্য জিনিসপত্র ও বাইক পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছি পেটের দায়ে। আমার স্বামী কমলেশ নেশা করতে করতে নিজের শরীরটাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। ও সেটা বুঝতে পারেনি। আমার ছেলেকে সে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেছিল। অর্থাভাব যন্ত্রণা যে কত ভয়ানক, সে কথা কাউকে বোঝানো যায় না। আমি বাধ্য হয়ে প্রাইভেট একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ ধরেছিলাম। স্বল্প টাকায় সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। চিকিৎসার টাকা নেই। ছেলেকে মুখে দুধ তুলে দিত পারতাম না। এই অবস্থায় চিকিৎসার অভাবে স্বামীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগমুহূর্তে সে আমাকে বলেছিল-- তোমার ছেলেকে আমি অবজ্ঞা করেছি। ও তোমার ভালোবাসার সন্তান, ওকে তুমি ভালোভাবে মানুষ করো। ও যেন আমার মতো না হয়।

হঠাৎ দেখি, একটা ফুটফুটে ছেলে সুদীপাকে বলছে, মা আমার খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও। আমি বললাম, বাঃ! তোমার ছেলেতো খুব সুন্দর। সুদীপা বললো, ও তোমার সন্তান।

সন্দীপ-- আমার সন্তান!

--হ্যাঁ, মনে নেই সেই কলেজ জীবনের কথা। আমাদের ভালোবাসার কথা। একদিকে আমার অবৈধ সন্তান, প্রতারক স্বামীর অপকর্মের জন্য আত্মীয়স্বজন আমাদের ত্যাগ করেছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে আমার মা-ও দেহ রেখেছে। আমি সমস্ত ঘটনা শুনে হোটলে চলে এলাম। সকালবেলায় বেয়ারা এসে আমাদের দরজায় বারবার কলিং বেল দিচ্ছে,দরজা খুলে মানুষের চিৎকার শুনতে পেলাম। বেয়ারা বললো, ওই বাড়িটা দেখেছেন, গতকাল স্বামী মারা গিয়েছে, আজ ভোর বেলায় ছোট্ট বাচ্চাকে রেখে আত্মহত্যা করেছে ওর মা।

--কী বলছো?

শুনে আমি তাড়াতাড়ি সুদীপাকে দেখতে গেলাম। মায়ের পাশে বসে ছেলেটা সবাইকে দেখছে। ও জানতেও পারছে না যে ওর মা চিরতরে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। সুদীপার মাথার কাছে একটা কাগজ। আমি বাচ্চাটাকে কোলে নিলাম। কৃষ্ণা কাগজটি মনে মনে পড়ছে, মনে হয় এটা একটা সুইসাইড নোট---

সুদীপ আমি চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলাম। অপরাধীর স্ত্রী হয়ে সমাজে বাঁচতে চাই না। আমাদের ভালোবাসার দীপকে তুমি তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমার মতো মানুষ করো।

কৃষ্ণা সুইসাইড নোট পড়ে তার বুঝতে কোন অসুবিধা হলো না। তার স্বামীর প্রথম প্রেমিকা ও তাদের ভালোবাসার এই পুত্র সন্তান। সুদীপ কিছু বলার আগে,কৃষ্ণা বলবো-- ওকে আমরা সুন্দর করে মানুষ করবো।ভালোবাসা অবহেলার জিনিস নয়-- একে দাম দিতে হয়।

(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার শরৎপল্লীতে)

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আপনার কি হঠাৎ মোবাইলটি খারাপ হয়ে গিয়েছে? আপনার মোবাইলের কোনও যন্ত্রাংশ খুঁজছেন?
চিন্তারতো কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা আছিতো, আজই যোগাযোগ করুন--

SUMAN SARKAR
SUBHAM MOBILE REPAIRING
Old Fish Market (FUL GALI)
Bidhan Market
SILIGURI
Mobile : 9832940038

নববর্ষের শুভেচ্ছা

মুকুল দাস

(বয়স ৯৭ , শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখ মানে বাঙালি -অবাঙালি সকলের কাছে নতুন বছরের আগমন বার্তার এক শুভ সূচনা। বিশেষভাবে বাঙালিরা নতুন সাজে সেজে ওঠে , আনন্দ করে।সবাই সবাইকে শুভেচ্ছা জানায়। ঘরে ঘরে রকমারী খাবারের ফিরিস্তি চলে। এক দিন আগে চলে যাওয়া বছরের রুপ পাল্টায়। ওই দিনটাকে বলা হয় সংক্রান্তি, মানে চৈত্র মাসের শেষ। সেইদিন সবাই অপেক্ষায় থাকে সকাল হলেই শুরু হবে নতুন বছর। এই ভাবনার কোনপরিবর্তন নেই। বছর বছর শুরু হয় নববর্ষের সূচনা। নতুন বছরে দোকানে দোকানে গনেশের পূজা হয়, পূজা দিয়েই শুরু বছরের। ঘরে ঘরেও বর্ষ আরম্ভের পূজা চলে। সবাই চায় এই বছর যেন তাদের পরিবারের সবাই সুখে থাকে। এই বৈশাখেই রামনবমীর পূজা হয়। আবার ২৫বৈশাখ বিখ্যাত হয়ে আছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।এই বাড়তি পাওনা বাঙালি জীবনে এমন এক সাহিত্যের গর্বের উৎসব যা কিনা সমগ্র বিশ্বের কাছে বাঙালিকে সন্মানীত করে রেখেছে । বহু বছর আগে থেকেই বাঙালি নববর্ষ পালিত হয়ে আসছে। নববর্ষের উৎসব কোন দেশ বা বিদেশ বলে কোন কথা নেই।দেশ ভাগর আগেও দেখেছি নববর্ষের উৎসব, আজও দেখছি সেই একি ছবি। তবে কালের যাত্রাপথে উৎসবের চেহারা পাল্টেছে। আগে প্রদীপের আলোয় সাজসজ্জা হোত। আজ সেখানে আধুনিক আলোর ফোয়ারায় ফুটে ওঠে উৎসবের রুপরেখা।

নতুন বছরে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। ঈশ্বরের কৃপায় সবাই ভালো থাকুন,সুস্থ থাকুন।

অসমের বিহুর সঙ্গে রবীন্দ্র নজরুল সংস্কৃতির শক্ত মেলবন্ধন চান কবিতাপ্রেমিক কাব্যমনি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তাঁর আসল নাম কবিতামনি বোরা। কিন্তু কাব্যমনি বোরা নামেই তিনি বিভিন্ন মহলে পরিচিত ।জন্ম অসমের তেজপুরে। এখন অবশ্য তাঁর ঠিকানা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল লাগোয়া মেডিক্যাল মোড় এলাকায়। একসময় স্বামীর কর্মসূত্রে এই এলাকায় আসা, তারপর মেয়ের পড়াশোনার সূত্রে এখানে বসবাস। কিন্তু এরমধ্যেই বাংলার কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে অসমের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে এক যোগসূত্র তৈরি করে কবি মহলে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছেন।

কবিতা তাঁর নেশা। কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তেই অনেক সময় ডুব দেন কবিতা লেখার নেশায়। এভাবে অসমীয়া ভাষাতে দুহাজারেরও বেশি কবিতা লিখে ফেলেছেন কাব্যমনিদেবী। আর বাংলা ভাষাতে লিখেছেন একশোরও বেশি কবিতা। অসমের গুয়াহাটিতে সদ্য সমাপ্ত সারা অসম কবি সন্মেলনে স্থানীয় বাংলা সংস্কৃতির কবি সাহিত্যিকদের অসমে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও নেন তিনি। এর আগে শিলিগুড়ি মেডিক্যাল মোড়ে নিজ উদ্যোগে অসমের এক ঝাঁক কবি সাহিত্যিককে নিয়ে এসে সংবর্ধনা দেন তিনি । সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার ওপরও কবিতা লেখেন কাব্যমনিদেবী। তিনি বলেন, কবিতা এবং সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতির প্রচার সমাজে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে। আর নিজের ভাষা সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্য ভাষা সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা ভারতীয়তাবোধের শক্ত বন্ধন তৈরি করে। আর সেই ভাবনাতে অসমের বিহুর সঙ্গে বাংলার রবীন্দ্র নজরুল সংস্কৃতির বন্ধন তৈরি করতে আগামীতে কর্মসূচি নিতে চান কাব্যমনিদেবী।তিনি মাঝেমধ্যে অসমের পোশাক মেখলা পড়ে থাকেন বলে স্থানীয় অনেকেই উৎসাহিত হন আর তার জেরে এলাকায় কেউ অর্ডার দিলে তিনি মেখলাও সরবরাহ করেন। কাব্যমনি বিশ্বাস করেন, কবিতা সংস্কৃতি পারে মানুষে মানুষে সুস্থ ও শান্তির এক সুদৃঢ় মন তৈরি করতে। তিনি বলেন, অসমের বিহুর সঙ্গে বাংলার নববর্ষের অনেক মিল রয়েছে।

নতুন বাংলা বছর কেমন যাবে, জ্যোতিষ এর দরবার

অদিতি চক্রবর্তী (হস্তরেখাবিদ)

আসতে চলেছে নতুন বছর, চৈত্র বিদায়ে আসছে বৈশাখ। এ সময় গ্রহ নক্ষত্রের নানা শুভ অশুভ পরিবর্তন হতে চলেছে। ১২ই এপ্রিল মেষে রাহু আর তুলায় কেতু প্রবেশ করছে। এরজন্য অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। যে কারনে সব রাশির ওপরে এর কিছু কিছু প্রভাব পড়বে। দেশের রাজ্য রাজনীতি, শিক্ষা , স্বাস্থ্য, আইন, ব্যবসাবাণিজ্য, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি ছাড়াও প্রকৃতির ওপর গ্রহ নক্ষত্রের নানা প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

এবার আসি কোন রাশির কেমন যাবে নতুন বছর। প্রথমে আসছি---

মেষ--রাহুর কারনে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র খুব শুভ নয়। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না, তবে কিছু সফলতা জীবনে আসবেই, ভ্রমন দেখা যায়।

বৃষ রাশি-- আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। বিলাসিতার কারনে অর্থব্যয়।

মিথুন রাশি--কর্মক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন। শিক্ষা ক্ষেত্রে শুভ। তবে স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো নাও যেতে পারে, চিন্তা থেকে হতাশা আসতে পারে।

সিংহ রাশি-- আর্থিক ও কর্মক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন হতে পারে, নতুন সুযোগ আসতে পারে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

কন্যা রাশি--কর্ম ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্র শুভ। স্বাস্থ্য খুব ভালো যাবে না। পরিবারে মতভেদ দেখা যায়। আর্থিকভাব শুভ।

তুলা রাশি-- প্রচুর সুযোগ আসতে চলেছে। আর্থিক ভাব শুভ। তবে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক রাশি-- আয় ও ব্যয়ের মাঝে সমতা রাখতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ভাব মোটামুটি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

ধনু রাশি--কর্মক্ষেত্রে প্রচুর চাপ সত্বেও সফলতা আসবে। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি যাবে।

মকর রাশি--শুভ সময় আসছে। কর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন দেখা যায়। স্বাস্থ্য ভাব ভালো যাবে না, পারিবারিক চাপ থাকবে।

কুম্ভ রাশি-- কর্মক্ষেত্রে চরম সফলতা আসবে। আর্থিক শুভ। স্বাস্থ্য ভাব শুভ নয়।

মীন রাশি--কর্মক্ষেত্র ও আর্থিক ভাব শুভ। পদোন্নতি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি যাবে।

সকলের মঙ্গল কামনা করি। সবাই সুস্থ থাকুন,ভালো থাকুন।

নবরূপে নববর্ষ

অনিল সাহা (শিবমন্দির)

বসন্ত গেল চলে
ঝরা পাতা ফেলে।
বাংলার রুপময়ী
প্রকৃতি যেন গোপন রহস্যময়ী
কোকিলের কুহুধনী
ভ্রমরের গুণজন
আমের মুকুল
গন্ধ বকুলের
নব পত্রে বৃখলতা ।
পুরানো বেদনা ভুলে
নতুন মন্ত্রে বাঁচতে
মুচকি হেসে বলে
নববর্ষের মৃদুমন্দ বাতাস।

স্বাগত ১৪২৯ বাংলা নববর্ষ

আশীষ ঘোষ

নববর্ষ বাঙালির অন্যতম প্রধান উৎসব। অনেকে দুর্গোৎসবকে বাঙালির প্রধান উৎসব বলে থাকেন। যদিও দুর্গোৎসব অনেকাংশে হিন্দু বাঙালিদের উৎসব। ঠিক তেমনি ঈদও মুসলমান বাঙালিদেরই উৎসব। কিন্তু বাংলা নববর্ষ সারা বিশ্বের প্রায় ত্রিশ কোটি বাঙালির সকলের উৎসব। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের বাঙালিরাই এই উৎসবে অংশগ্রহন করে। নববর্ষ সাধারণত এপ্রিলের ১৪ অথবা ১৫ তারিখে শুরু হয়। পূর্ববঙ্গে নববর্ষ উৎসব পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। সরকারি ও বেসামরিক স্তরে বাংলাদেশের সমস্ত শহরেই নববর্ষ পালিত হয়। নানারকম অনুষ্ঠান এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে নববর্ষের শোভাযাত্রা এবং ট্যাবলো পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষনীয়। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য নববর্ষের পূর্বের দিন চৈত্র সংক্রান্তি পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ব বঙ্গে উভয়স্থানেই বাংলা সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে থাকে। বাঙালির দোকানগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদিন হালখাতা উৎসব পালন করা হয়। এদিন ক্রেতারা তাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেন। অনেক দোকানেই ক্রেতাদের নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার এবং মিস্টি ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অনেকেই পয়লা বৈশাখ বাদে বাকি বাংলা তারিখগুলোর কোনো খোঁজ রাখেন না। বিশেষত নতুন প্রজন্ম বাংলা নববর্ষ পালনে ততটা আগ্রহী নয় , যতটা তারা ইংরেজি নববর্ষ পালনে আগ্রহী। নববর্ষ বাংলা সংস্কৃতিরই অঙ্গ। কিন্তু নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা বই, বাংলা সংবাদপত্র , বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা , বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় সবকিছুর থেকেই যেন দূরে সরে যাচ্ছে। ভাষা সংস্কৃতি না বাঁচলে কোনো জাতিও বেঁচে থাকে না। এরজন্য বড়রাও কম দায়ী নয়। তাও আমরা আশা করবো, বাংলা নববর্ষ, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্য , বাংলা ভাষা চিরদিন বেঁচে থাকবে এবং আরও প্রসারিত হবে। সকলকে ১৪২৯ নতুন বঙ্গাব্দের অভিনন্দন।

(লেখক শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা একজন শিক্ষক)

নতুন বছর ভালো হোক

মৃনাল পাল (মনা)

নতুন বছরের শুভেচ্ছা সকলকে। সময়টা আমাদের সকলেরই একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে। করোনার সংক্রমন এখন কমেছে। সবাই টিকা গ্রহন করেছেন। এখনও সতর্কতা খুব দরকার। কারণ করোনা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তাই সতর্কতা মেনে চলাই জরুরি। তার সঙ্গে আমরা যে পিছিয়ে পড়েছি এই করোনা পর্বে সেই কারনে আমাদের এখন সকলকে মিলিতভাবে প্রয়াস শুরু করা জরুরি। বিশেষ করে শিল্প বাণিজ্যের জন্য। নতুন বছর, পয়লা বৈশাখে ব্যবসায়ীদের নতুন করে পুজো পার্বনের যাত্রা শুরু হয়। সেই যাত্রার জন্য অবশ্যই আমার শুভেচ্ছা। কিন্তু সংগঠিতভাবে এখন কাজ করা জরুরি। ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে কাজ করলে আমাদের সকলেরই উন্নতি। আগেও বারবার বলেছি, ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চারদিকে আর্থিক মন্দাভাব কাটলেই আমাদের সকলের মঙ্গল। নতুন বছরে সেই প্রার্থনাই থাকলো। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি সেভকরোডের সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রধান কর্ণধার, তিনি একজন শিল্পোদ্যোগী)

নববর্ষের শপথ

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

সম্পাদকের কাছ থেকে অনুরোধ আসছে নববর্ষ সংখ্যার জন্য লেখা পাঠাতে। কিন্তু এবার কেন জানি মনটা ভালো লাগছে না। চারিদিকে শুধু হিংসা প্রতিহিংসা হানাহানি লড়াই যুদ্ধ এসব নিয়ে সারা বিশ্বে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তা ভীষন কষ্ট দিচ্ছে অনেকের মতো আমাকেও। ভাবছি যারা এসব করে চলছে তারা আদৌ মানুষ? ন্যায় নীতি বিচার ধর্ম বিবেক বুদ্ধি সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে পৃথিবীকে হিংসায় উন্মত্ত করে চলছে এর ওর প্ররোচনায়। আরও আরও চাই, ক্ষমতা দখল অন্যায়ভাবে পেশি শক্তি , যন্ত্র শক্তি দিয়ে। মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত, এমনকি নিস্পাপ শিশুরাও বাদ যাচ্ছে না দুপায়া পশুদের দাপটে।

দেশে বিদেশে রাজ্যে এমনকি সমাজে পাড়ায় ঘরে ঘরে শুধু হিংসার চাষ হচ্ছে। নববর্ষ একটা প্রথা আচার সংস্কার ইত্যাদি হয়েছে। মানুষের মধ্যে সেই অর্থে ভালো থাকার আরও সবাইকে নিয়ে মানসিকতা তৈরি হচ্ছে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই।

যুদ্ধ হিংসা প্রতিহিংসা হানাহানি এমনকি মৃত্যু হয়ে চলছে অনবরত দেশে বিদেশে ঘরেবাইরে সর্বত্র ধারাবাহিকভাবে। মন স্বাভাবিকভাবেই খারাপ হয়ে যায়, তবুও কোথায় যেন মনে হয় একটু ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, শপথ করি বিশেষ বিশেষ দিনে। তাই আগত বাংলা নববর্ষে আমাদের শপথ হোক নিজ নিজ প্রবৃত্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করার যথাযথভাবে, মানুষ চেষ্টা করলে সবই সম্ভব। আমাদের অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে একটা সময় আমরা বিশেষত বাঙালিরা সর্বক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একটা জায়গা করে নিয়েছিল। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্বামীজি, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখ আবার বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, বিনয় বাদল দীনেশ,জগদীশ চন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা আরো কত নাম যারা আমাদের আদর্শ, প্রণম্য ছিলেন। দুভার্গ্যের বিষয় আজ তা অনেকটাই খর্ব হয়েছে। বলা যায় প্রায় সবেতেই আমরা পিছিয়ে, রাজনীতি, দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার হানাহানি ইত্যাদি পেয়ে বসেছে।

বছরের একটা দিন হৈ হুল্লোড় মাতামাতি করে আড়ম্বরপূর্ণ নববর্ষ পালন শুধু নয়, প্রতিজ্ঞা হোক ঘরে ঘরে সুস্থ সুন্দর পরিবেশ তৈরি করার মানসিকতা যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। চেষ্টা করলেই তা সম্ভব বলে বিশ্বাস করি, মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, অতীতের অনেক ঘটনাই আমাদের প্রেরণা হোক, তেমনি মনীষীদের কখন জীবনে কার্যকরী।

(লেখক আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক)

শুভ নববর্ষ

সঞ্জীব শিকদার

সকলকে শুভ নববর্ষ। নতুন বছর ভালো হোক, শুভ হোক। পুরনো বছরে যা কিছু ছিল তিক্ততা , তা দূর হোক। সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক ভালো হোক। বিশেষ করে আমাদের এখন পরিবেশ প্রকৃতি নিয়ে ভাবনার সময় খুব দরকার। কারণ পৃথিবীতে গরম বাড়ছে। আমরা অতিরিক্ত দূষন ঘটিয়ে ফেলেছি পৃথিবীতে। এখন দূষন কমানো প্রয়োজন। এরজন্য বৃক্ষরোপন বেশি করে সর্বত্র প্রয়োজন। নতুন বছরে এই থাকলো বিশেষ ভাবনা।

(লেখক শিলিগুড়িতে বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক)

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটর্স

উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট

শিলিগুড়ি

বাঙালি ও নববর্ষ

অর্পিতা দে সরকার

নববর্ষ ও বাঙালি একে অপরের পরিপূরক। পুরনোকে বিদায় জানিয়ে বাঙালি আবার বরন করতে চলেছে নতুন বছরকে। এই নববর্ষে পুরনো সব কষ্টের বেদনাদায়ক স্মৃতিগুলোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। নতুন বছরের নতুন সূর্য সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ,সুস্থতা নিয়ে আসুক। ছোটোদের বড়দের নববর্ষ অনেক নতুন নিয়ে আসুক।

বাঙালির নববর্ষ মানেই নতুন জামাকাপড়, অনেক মিস্টি, হালখাতা,ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া ,ঘুরে বেড়ানো সব কিছু। আমাদের ছোটোবেলায় মনে আছে বন্ধুদের নতুন বর্ষের প্রথম দিনে বন্ধুদের হাতে বানিয়ে কার্ড উপহার দেওয়া অথবা দোকান থেকে কিনে উপহার দেওয়া ,বাবার হাত ভর্তি মিস্টি নিয়ে আসা, ঘুম থেকে উঠেই মায়ের হাতে নতুন জামা উপহার পাওয়া।

বেশিরভাগ বাঙালি স্বদেশে বা বিদেশে দিনটি শুরু করে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে। আনন্দের নেশায় বাড়ির গুরুজনদের প্রণাম করে মিস্টি মুখ করিয়ে নতুন জামাকাপড় পড়ে আত্মীয়দের বাড়ি শুভেচ্ছাবার্তা আদানপ্রদান করা। তবে আগের থেকে নববর্ষের চিত্র এখন অনেক বদলের দিকে। বাচ্চাদের মধ্যে মিস্টি খাওয়ার প্রবনতা প্রায় নেই বললেই চলে। তার স্থানে জায়গা করে নিয়েছে কৃত্রিম খাবার।

আমাদের সময়ের নববর্ষের চিত্র এখন অনেক বদলে গেছে।

নববর্ষ মানেই থাকতো পাড়ায় পাড়ায় কত নৃত্য গানের অনুষ্ঠান। হালখাতা করতে যাওয়া এক দোকান সে দোকান ঘুরে ঘুরে ক্যালেন্ডার ও মিস্টির প্যাকেট সংগ্রহ করার রীতি।

সময় বদলায়। বদলে যায় চিত্র। তবে বাঙালিদের নববর্ষ মানে সেই পাগলামোগুলোই বোধ হয় অনেক ভালো ছিল, অনেক প্রানবন্ত ছিলো।

নববর্ষের বাঙালির সেই আনন্দগুলো হারিয়ে দিতে যাওয়া চলবে না। জোর করে ধরে রাখতেই হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নববর্ষ দিনটি আলাদা মাত্রা করে রাখতেই হবে। শিশুরাও বড় হয়ে যেন পরিবারের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নববর্ষকে তার জীবনের আলাদা একটি দিন হিসাবে গনিত করে ।

বাঙালি ও নববর্ষ কথাটির মান অবশ্যই বজায় থাকুক। বাঙালির মনে ও সংস্কৃতিতে। নতুন বছরে সবার জীবন আনন্দে ভরে উঠুক। ভরে উঠুক বাঙালির আগামী দিনগুলো। (লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি বাবুপাড়ায়, তিনি একজন নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পী।)

With Best Compliments From :

Biplab Sarkar

Ph. : 9832370563

NEW FRIENDS WATCH CO.

(SONATA, TITAN, ROMEX & SONA etc.)

Below Laptop Bazar, Panitanki More
Ghori More, Sevoke Road, Siliguri-1

ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি, লোকসঙ্গীত, পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, কীর্ত্তন প্রভৃতি শেখার জন্য যোগাযোগ করুন

কলা ভারতী সঙ্গীত একাডেমী

(রেজিঃ নং – KB1745)

এবং

গীতাঞ্জলি সঙ্গীতালয়

এখানে লোকনাথ বাবার সঙ্গীত পরিবেশনের সঙ্গে শেখানো হয়। বছর শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। তার সঙ্গে তবলা শেখারও বন্দোবস্ত রয়েছে।

ঠিকানা

ছোট পথুরামজোত, বটতলা, থানা - ফাঁসিদেওয়া, শিলিগুড়ি

জেলা ঃ দার্জিলিং

ফোন ঃ ৯৮৩২৫৭৭৪৩৮

(সঙ্গীত শিক্ষক ঃ দয়াময় কর্মকার)

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার

বিএসসি, এমবিবিএস, ডিও (লন্ডন)

এফ আর সি এস, এডিনবার্গ (চক্ষু বিশেষজ্ঞ)

সভাপতি, বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি

ফোন ঃ ৯৯৩৩১৯১৯৬০

With Best Compliments From :

K M TRADITIONAL ZONE

AVAILABLE
ALL KINDS OF
MEKHELA CHADAR,
ALL KINDS OF
TRADITIONAL SAREES

MEDICAL MORE
P.S. : MATIGARA
SILIGURI
M. : 8617091127

SINGHA VIDEO ZONE & ONLINE SERVICE

M. : 8617378118
E-mail. : pintu.singha1233@gmail.com

MEDICAL MORE
P.S. : MATIGARA
SILIGURI

সবাই ভালো থাকুন

বাপি ঘোষ

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পয়লা বৈশাখ দিনটি বাংলায় বসবাসকারী মানুষদের কাছে বিশেষ একটি দিন। এটি বাঙালিদের কাছে ঐতিহ্যমন্ডিত একটি দিন। কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। আর সেই পার্বনের শুরু কার্যত বলা যায় পয়লা বৈশাখ থেকেই। পয়লা বৈশাখের পর একে একে নানা উৎসব অনুষ্ঠান সারা বছর ধরে আসতে থাকে। তবে দুর্গা পুজোর পর বাংলার অন্যতম বড় উৎসব বলতে পয়লা বৈশাখকেই বলা যায়। পুজোর সময় বাঙালির ঘরে ঘরে নতুন বস্ত্র অবশ্যই চাই। তেমনই পয়লা বৈশাখে নতুন বস্ত্র পড়ার রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু এখন যেন বহু কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। ধুতিপাঞ্জাবি থেকে শাড়ি পড়ার পুরনো রীতি অনেক আগেই প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। তার সঙ্গে বাংলার প্রিয় রসগোল্লার প্রতি অনেকের অনীহা রয়েছে। যেহেতু মিস্টি। এখন ঘরে ঘরে ডায়াবেটিসের রোগী। এর পাশাপাশি ইলিশ মাছের যা দাম তা কালে ভদ্রে মধ্যবিত্ত বাঙালির পাতে ওঠে। তার সঙ্গে এখন জিনিসপত্রের যা দাম তাতে ইলিশ আরও দেখা যায় না। সবমিলিয়ে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের বাজারে আবারও নতুন বছর এসেছে। আমরা বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা এই নতুন বছরকে অবশ্যই স্বাগত জানাবো পুজোপাঠের মাধ্যমে। একই সঙ্গে প্রার্থনা করবো সবাই যাতে ভালো থাকে, সুস্থ থাকে।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক, বাড়ি হায়দরপাড়ায়)

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সভাপতি

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

নববর্ষ

বিপ্লব সরকার

সকলকে নমস্কার। আমি শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়া থেকে বলছি। পয়লা বৈশাখ মানে বাংলার মানুষদের কাছে এক নতুন উদ্দীপনার সময়। আমি সকলকে এই সময় জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের জীবনে শুভ বার্তা নিয়ে আসুক। বিগত দুবছর ধরে সব মানুষই কষ্টে আছেন। কেননা করোনা আমাদের বিভিন্ন ভাবে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। বহু মানুষের প্রান চলে গিয়েছে। অনেকে অসুস্থ হয়েছেন। অনেকের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি হয়েছে। আবার অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরমধ্যেই আবার এসেছে নববর্ষ। নববর্ষ মানে মাছে ভাতা থাকা বাঙালি, মিস্টি মুখ করতে ভালোবাসা বাঙালি আর থেমে থাকতে পারে না। আগের মতো ঘটা করে না হলেও বাঙালি নিশ্চয়ই ছোট করে হলেও নববর্ষ পালন করবে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রার্থনা থাকবে, আবার ফিরে আসুক সেই হারিয়ে যাওয়া পুরনো দিনগুলো। সবাই ভালো থাকুক, এই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়াতে। তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পী। তাছাড়া তিনি শিলিগুড়ি পানিট্যাঙ্কি মোড়ে ঘড়ি মেরামতের কাজ করেন)

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সুজিত ঘোষ (বাপি)
(যুগ্ম সম্পাদক)
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া
ব্যবসায়ী সমিতি
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০

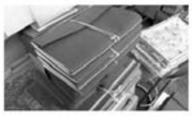

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন

বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি

হায়দরপাড়া বি বি ডি সরণী
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

পয়লা বৈশাখ ভুলতে বসেছি

নির্মল কুমার পাল
(হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষ। করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা ভালো নয়। আমরা বাঙালিরা কিন্তু হালখাতা বা পয়লা বৈশাখটি ভুলতে বসেছি। এটা বাঙালিদেরই মূলত উৎসব। নতুন বছর আমরা দোকানে গণেশবাবার পুজো করি। আর ব্যবসায়ীর যে বাকিবকেয়া থাকে বাজারে, তারা আশা করে যে পয়লা বৈশাখের এই সময়টায় কিছু বাকিবকেয়া উঠে আসবে। কিন্তু আগের মতো হালখাতার অনুষ্ঠান হয় না অনেক দোকানে। অনেকের কাছে পয়লা বৈশাখ মানে ছুটির একটা আওয়াজ। অনেকে দোকান খুলে সকালে একটু পুজোপাঠ করে বিকালে দোকান বন্ধ করে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। হালখাতা বেশি দেখা যায় সোনার দোকানে। সোনার দোকানের সামনে গেলে বোঝা যায় পয়লা বৈশাখ বা হালখাতা হচ্ছে। যদিও এখন বাজারের সব জিনিসের দাম বেড়েছে। পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এখন পয়লা বৈশাখে ছেলেমেয়েকে যে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হবে তা অনেকে ভাবতে পারছেন না। আগে এমন ছিলো না। পয়লা বৈশাখে নতুন জামকাপড় পড়ার আনন্দই ছিলো আলাদা। ছোটোবেলায় দেখেছি, দোকানে গিয়ে মিস্টির প্যাকেট বা ক্যালেন্ডার গ্রহনের আনন্দই আলাদা। এখন এমন অবস্থা যে আমাদের অনেকেই জানে না কত বঙ্গাব্দ চলছে। পয়লা বৈশাখে আমরা ছেলেবেলায় সকাল বেলা স্নান করে বাবামাকে প্রণাম করতাম। পয়লা বৈশাখ মানে নতুন কিছু করার শপথ নেওয়ার ভাবনায় থাকতাম, পুরনো সব বিবাদ ভুলে সকলের মধ্যে প্রেম প্রীতির ভাব তৈরি হোক এমন এক উদ্দীপনা বা মনোভাব কাজ করতো।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিসের দাম বেড়েছে। নির্মান শিল্পের বিভিন্ন সামগ্রীর দামও বেড়েছে। আমি একজন হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী। লোহার সব সামগ্রীর দাম বেড়েছে। গত নভেম্বর মাস থেকে রংয়ের দাম প্রতি লিটারে দেড়শ দুশো টাকা বেড়েছে যা অতীতে হয়নি। এই সময় ঘর করে রং করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে আজ। জিনিসের দাম বাড়লেও আয়তো বাড়ছে না। আয়তো বরঞ্চ অনেকের কমছে। এ এক কঠিন লড়াই। এরমধ্যেই আমাদের নববর্ষকে বরন করতে হবে। চারদিকে যাতে শান্তি বজায় থাকে সেই প্রার্থনা রইলো। পৃথিবীতে বন্ধ হোক যুদ্ধের উন্মাদনা। যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ থাকলে মানুষের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, তিনি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদকও)

ঋতুরাজের নবীন বরণ উৎসব

সুশ্বেতা বোস
(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

নতুন বর্ষ ঋতু গ্রীষ্ম অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে তাদের আগমনের প্রাক্কালেই এক মনোরম প্রাকৃতিক আনন্দের আয়োজন করে থাকেন প্রকৃতি ও পরম পুরুষ দুজনে মিলে। যাকে বলা যায় নবীন বরণ উৎসব। এই আনন্দকে মহিমান্বিত করতে গিরিনন্দিনী উমা অর্থাৎ প্রকৃতি মা আপন লীলায় লীলাময়ী হয়ে নিজেই রাধারানীর রুপ ধারন করেন ডালে ডালে শাখে শাখে রাধাচূড়া ফুলের রঙে রুপে। পরমপুরুষ নিজে ধারণ করেন রক্তিম কৃষ্ণচূড়া ফুলের রুপ। আর ললিতা, বিশাখা ,সুদামা ইত্যাদি বিভিন্ন সখাসখিরা আসেন রাঙা পলাশ, রাঙা সিমুল, হলুদ গুলমোহরের রুপে থোকায় থোকায়। সাথে বসন্ত বৌড়িও আসে।এদের উপস্থিতিকে মাধুর্য মন্ডিত করতে। রাধারানীরুপী প্রকৃতি ও কৃষ্ণরুপী পরমপুরুষ দুজনে মিলেই নিজেদের হাতে বৈশাখকে স্বাগত জানানোর মঞ্চ সাজান শেষ ঋতু বসন্তকে কোনো নাট্যমঞ্চের সাজে সাজিয়ে। আকাশ বাতাস মুখরিত করেন কোকিলের কুহুতানে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে এবং বিভিন্ন ফুল ও ফলের মঞ্জরীর রঙে-রসে ও সুললিত সৌরভে ভরিয়ে তোলেন জাগতিক সৃষ্টিকে। নতুন স্বাগত জানাতে সকল প্রাণীজগত হয়ে হয়ে ওঠে আনন্দে আত্মহারা। লাল, নীল, হলুদের সমারোহে সবাই ব্যস্ত হয়ে যায় নতুনের সাথে আলিঙ্গনবদ্ধ হতে, নতুনের সাথে নতুনভাবে ফুলদোল খেলতে। ঠিক যেন নবীনবরনের উৎসব চলে বসন্ত ঋতুতে। সব মিলিয়ে চলে এক স্বর্গীয় আনন্দ, নব্যপ্রেমের এক উত্তাল উন্মাদনা। তাই মনে হয় বসন্ত ঋতু যেন গ্রীষ্মঋতুকে বরনের জন্যই সৃষ্ট। এসময়ে ছোটো বড়ো সব ধরনের প্রাকৃতিক জীবনে খেলা করে যায় বাসন্তিকা প্রেম। ভাবটা সবার এমন থাকে যেন আসুক নতুন কিছু আবারও, জীবন ভরে উঠুক আবারও নতুনে নতুনে। এর পরেই পুরনো ষড়ঋতুর খেলা শেষ হয় নানানরকম মনমাতানো হাসি কান্না, প্রেমবিরহ ও সুখদুঃখের সমারোহের মধ্যে দিয়ে। এবং আবারও নতুন ষড়ঋতুর সূচনা হয় গ্রীষ্মের প্রখরতাপে গলে যাওয়া সোনা রোদের ঝর্ণা দিয়ে। শীতল আনন্দের পরেই প্রকৃতি জ্বলতে শুরু করে প্রখর উত্তাপে, আর তখনই কালবৈশাখীর ঝরো হাওয়া আবারও চলে আসে সব শান্ত করতে, সব রুক্ষতা ও কঠোরতাকে মলিন করতে কিন্তু তার উদ্দামতায় সব যায় আরও লন্ডভন্ড হয়ে। তবুও বলতে হয় নতুন তো নতুন-ই তাই না? যে তখনও বহন করে চলে বসন্তের পূর্ণানন্দের আনন্দকে। তাই কবিগুরুর ভাষায় সবাই গেয়ে ওঠে প্রতিবার ' এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'। আবারও গেয়ে ওঠে 'হে নূতন দেখা দিক আরবার'ইত্যাদি গানে গানে। প্রকৃতির দ্বারা এভাবেই হয় প্রতিবছরের নবীন ঋতুর বরণ উৎসব। সবাই মিলে এক সাথে বলি ' জয় প্রকৃতির জয়। জয় নববর্ষের জয়। জয় ঋতুরাজের জয়।'

(লেখিকা শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা একজন কবি ও সাহিত্যিক)

শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজে শান্তিনিকেতনের ধাঁচে বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির দুধাজোতে শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজ পরিচালিত বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হল দুদিন ধরে। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়। শান্তিনিকেতনের ধাঁচে এই উৎসব শুরু হয় দোলযাত্রার আগে। দুদিন ধরে তা চলে। স্থানীয় লোক সংস্কৃতি থেকে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ফুটে ওঠে বহু শালগাছের পাশে। রাতে সেখানে তাঁবুও তৈরি করা হয়। অনেকেই তাঁবুতে রাত্রিযাপন করেন। তরাই বি এড কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দোল সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক মেলে ধরেন। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা যুদ্ধ নয় শান্তি এবং সম্প্রীতির বার্তাও দিয়েছেন। এর পাশাপাশি হারিয়ে যেতে থাকা গ্রামীন সংস্কৃতি যাতে নতুন প্রজন্ম ভুলে না যায় সেদিকেও নজর দিয়েছেন তাঁরা।

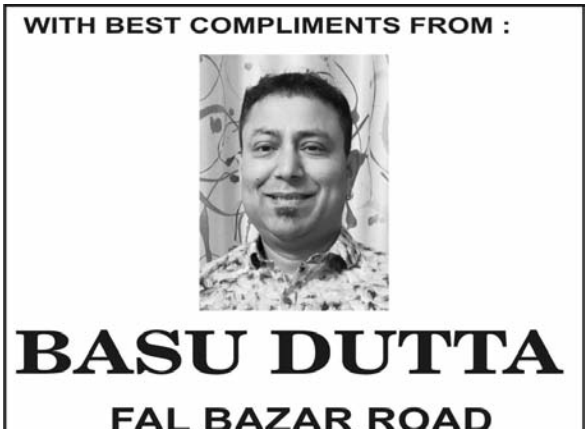

নতুন বছর

শিবেশ ভৌমিক

(বিধাননগর, শিলিগুড়ি)

করোনার ভয়ঙ্কর থাবা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন। করোনার জেরে আমরা অনেকেই প্রিয়জনকে হারিয়েছি। স্কুল কলেজ অফিস আদালত এখন সব খুলছে। মুক্ত হয়েছে সব বিধিনিষেধ। ধীরে ধীরে বাড়ছে ব্যবসাবাণিজ্য। বেশ কয়েকবছর পর দেখা গেলো, চৈত্র সেল নামক ব্যবসাতে ভিড়। প্রত্যেক ব্যবসাতে বেচাকেনা স্বাভাবিক। যদিও জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে আমি থাকি। এখানেই আমরা ব্যবসা। এখানকার আনারস পৃথিবী বিখ্যাত। এবার গড় বাজার খুব ভাবাচ্ছিলো এবং তা এখন ভালোই যাচ্ছে। চা পাতার উৎপাদন একটু কম হচ্ছে ও দাম ঠিকই ছিলো। এরফলে এই এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো। আমাদের সৌভাগ্য কাজল ঘোষের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে পেয়ে। এলাকার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাজারের শেড নির্মান, রাস্তাঘাটের সৌন্দর্যায়নে বিশেষ নজর দিয়েছেন। সেজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যাই হোক নতুন বছর আসছে । কামনা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাই ভালো থাকলে সকলেই মঙ্গল। নতুন বছরকে স্বাগত জানাই, নতুন বছর স্বপ্ন পূরনের বছর হয়ে উঠুক।

(লেখক শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, তাছাড়া তিনি একজন সমাজসেবীও)

নববর্ষ ও হালখাতা

বিপ্লব রায়মুহুরি

সকলকে শুভেচ্ছা। নববর্ষের সঙ্গে হালখাতার একটা গভীর নিবিড় সম্পর্ক। নববর্ষ মানে দোকানে পুজো দেওয়া। আর বাকিবকেয়া আদায়ের জন্য হালখাতা করা। হালখাতা শুধু বাকিবকেয়া আদায় করা নয়, এর মাধ্যমে একটা মিলন মেলা হয়ে ওঠে দোকানগুলো। কিন্তু এখন তা অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। তবুও বহু ব্যবসায়ী কিন্তু এখন হালখাতাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। নববর্ষ মানে নতুন বস্ত্র। এর সঙ্গে চৈত্র সেলও যুক্ত। বিগত দুবছর ধরে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। করোনার জেরে অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখন অনেককেই নতুন কিছু করতে হলে আর্থিক দিক চিন্তা করতে হচ্ছে। আগে নববর্ষে কিন্তু সবাই নতুন জামাকাপড় কিনতেন। এখন তা অনেক কমেছে। অনেকের বাজেটে ঘাটতি হয়েছে।

বিগত দুবছরে ব্যবসাবাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমরা করোনার সময় সংগঠন থেকে ব্যবসায়ী বন্ধুদের পাশে থেকেছি। আবার প্রশাসনও যেভাবে বলেছে বাজার বন্ধ থাকা, বাজার স্যানিটাইজেশন করা সব দিকেই আমরা নজর রেখেছি। এখন যেসব ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বা ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন রাখছি।

(লেখক বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক)